আলমডাঙ্গায় মাদ্রাসাছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

আলমডাঙ্গায় হত্যার ভয় দেখিয়ে ১১ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আব্দুস সালাম (৩৫) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ওই মাদ্রাসা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটকৃত আব্দুস সালাম উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের আজিজুর উলুম কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানা লিল্লাহ বোডিংয়ের শিক্ষক। সে উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে।
বিষয়টি জানাজানি হলে ওই মাদ্রাসা থেকে পালানোর চেষ্টা কালে অভিযুক্ত শিক্ষক আব্দুস সালামকে ধাওয়া করে গণধোলাই দিয়েছে স্থানীয়রা।

শিশুর পরিবারের সদস্যরা জানান, বলাৎকারের শিকার শিশুটিকে দুই বছর আগে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ এলাকার আজিজুর উলুম কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানা লিল্লাহ বোডিংয়ে হেফজ শেখার জন্য ভর্তি করা হয়। গত ৭ মাস আগে ওই মাদ্রাসায় আব্দুস সালাম শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন সময় ওই শিশুকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। এরমধ্যে ঈদুল আজহার ছুটি চলে আসে। এসুযোগে (১২ জুন) বুধবার রাতে ওই শিশুকে হত্যার হুমকি দিয়ে মাদ্রাসার এক কোনে তাকে জোরপূর্বক বলাৎকার করে। বিষয়টি কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখালে শিশুটি নীরব থাকে।

আজ শনিবার বিকেলে নিজ বাড়ি থেকে ওই শিশুকে মাদ্রাসায় পাঠানোর চেষ্টা করে পরিবারের সদস্যরা। সে মাদ্রাসা যেতে রাজি হয় না। পরিবারের সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে শিশুটি ঘটনাটি তার মাকে খুলে বলে।

শিশুটির পিতা বলেন, ‘ছেলে ঈদুল আজহার ছুটি মাদ্রাসা থেকে ঘরে এসে জানায়, সে শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং তার সারা শরীর ব্যাথা। ব্যাথার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে সে চুপ থাকে, পরে মাদ্রাসা যেতে চায় না। তাকে চাপ দিলে বাধ্য হয়ে ঘটনার বিস্তারিত খুলে বলে। শনিবার রাতেই বিষয়টি নিয়ে ওই শিক্ষকের নিকট জানতে গেলে, সে দৌড়ে মাঠে

পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পরে তাকে ধাওয়া করে ধরা হয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা ও মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ উপস্থিত হলে তাদের নিকট সোর্পদ করা হয়। এ ঘটনায় শিশুর পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় ধর্ষণ মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়ার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেনি। তবে মুন্সিগঞ্জ ক্যাম্পের টু আইসি এএসআই ইকবাল হোসেন জানান, বলাৎকারের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণ মামলার দায়ের করা হবে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অবৈধ জালটাকাসহ গ্রেপ্তার ১

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার হিতামপুর এলাকা হতে অবৈধ জালটাকাসহ এক জন কে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) র্যাব-৬, সিপিসি- ২, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানাধীন হিতামপুর গ্রামস্থ এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ও জাল টাকা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত আভিযানিক দলটি একই তারিখ দিবাগত রাত আনুমানিক ০১.৪৫ ঘটিকার সময় ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানাধীন হিতামপুরগ্রামের মোঃ আব্দুর রহমান সবুজের সারের দোকান (রাফি এন্টারপ্রাইজ) এর সামনের এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ জাল টাকাসহ মোঃ আশিক খান আকরাম (২৩)কে গ্রেপ্তার করে। আকরাম একই উপজেলার ধাওড়া মধ্যপাড়া গ্রামের মোঃ আতিয়ার খাঁর ছেলে।

সে সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে গ্রেপ্তারকৃত আসামীর হেফাজত হতে অবৈধ জাল টাকা ২১,০০০/-(একুশ হাজার) , ০১টি মোবাইল এবং ০২টি

সিমকার্ড উদ্ধারপূর্বক জব্দ করে। জব্দকৃত আলামত ও গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানায় হস্তান্তর করে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে র্যাবের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান।

আলমডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের প্রার্থীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় স্বতন্ত্র ঈগল প্রতীকের প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার এক কর্মীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় রতন আলী
(৩২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ১১ টার দিকে হাটবোয়ালিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত রতন আলী উপজেলার ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটুভাঙা গ্রামের বাবলুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঈগল প্রতীকের পক্ষে কাজ করেন আমীর আলী তার ছেলে লিটন আলী। গত রবিবার রাতে আওয়ামীলীগের নৌকা প্রতিক প্রার্থীর কর্মীরা ১৫-২০ মোটরসাইকেল শো-ডাউন নিয়ে মিছিল করেন। ওই মিছিলে থাকা লোকজন লিটনের বাড়িতে অতর্কিত ভাবে হামলা চালায়। এতে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালালেও বাড়িতে থাকা আলমসাধু গাড়ি ভেঙে ক্ষয়ক্ষতি করেন। ওই ঘটনায় এলাকাজুড়ে থমথমে বিরাজ করে। রবিবার রাতেই লিটন আলী বাদি হয়ে জিনারুল বিশ্বাসসহ ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে ৮০-৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ওই মামলায় গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার রতন আলী নামে নৌকার এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া জানান, লিটন আলী নামের এক যুবক বাদি হয়ে ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছে। এজাহারীয় আসামী রতন আলী নামের নৌকার এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে চুয়াডাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় ইসলামী ব্যাংকে ঢুকে টাকা ছিনতাই, গ্রেপ্তার ১

দিবালোকে ইসলামী ব্যাংকে ঢুকে ১০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টায় আলমডাঙ্গা শহরের ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় এমন ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় ব্যাংকের ম্যানেজার (অপারেশন্স) মোমিনুল ইসলাম বাদি হয়ে থানায় মামলা করেছেন।

আটকৃত যুবক হলেন- দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার দুধপাতিলা গ্রামের নুরু মিয়ার ছেলে উজ্জল (২৮)। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় তিন চুরি ও ১ মাদক মাদক মামলা রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরশহরের আলতায়েবা মোড়ের, ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় উজ্জল নামের এক যুবক প্রবেশ করে। সে সুযোগ বুঝে ক্যাশ ইনচার্জের কাউন্টারে প্রবেশ করে। ওই কাউন্টারের টেবিলে থাকা এক হাজার টাকার নোট (সম্বলিত) দশ বান্ডিল টাকা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। এসময় ক্যাশ ইনচার্জ কায়সার আলম বাঁধা দিলে তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তিনি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে চিৎকার দিলে ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা ও উপস্থিত গ্রাহকেরা ছিনতাইকারীকে ধাওয়া করে। একপর্যায়ে ওই ছিনতাইকারীকে আটক করে গণধোলাই দেয় উপস্থিতিরা। পরে, থানা পুলিশ ব্যাংকে পৌছালে তাদের নিকট তুলে দেয় ব্যাংকের কর্মকর্তা।

ইসলামী ব্যাংকের ম্যানেজার আব্দুল ওয়াদুদ জানান, ছিনতাইকারীর নিকট থেকে দশ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পরে, ওই টাকা ব্যাংকের ক্যাশ ইনচার্জ কায়সার আলমের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত সময়ে ব্যাংকে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ছিনতাইকারী ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। বিকেলে ওই ব্যাংকের ম্যানেজার (অপারেশন্স) বাদি হয়ে মামলা করেছেন।